শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্তব:

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম॥

প্রফুল্ল-পুন্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগে-পুরন্দর॥

নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত।
সুভদ্রা-লালন-ব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তুতে॥

গুন্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ-মণ্ডনম্॥

দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস।
নিত্য-নূতন-মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ॥

“হে শ্রীজগন্নাথ! হে নীলাচল পর্বত শীর্ষের মুকুটস্থিত রত্নস্বরূপ! হে দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত পুরুষোত্তম, হে ঘনশ্যাম! করুণাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।”

“হে প্রফুল্ল কমললোচন নাথ! হে লবণাক্ত সাগররূপ নয়নের অমৃত স্বরূপ! হে গুটিকোদর, সদা নানা লীলা উপভোগেরত প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।”

“আপনি আপনার নিজ অধর বিনিঃসৃত সুধা আপনার ভক্তগণকে প্রদান করে থাকেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আপনার আনুকূল্য অর্জন করেছেন। আপনি আপনার ভগ্নী সুভদ্রাকে অনুক্ষণ স্নেহরাশি দ্বারা লালনে ব্যগ্র। হে বলরাম-অনুজ, আপনাকে প্রণিপাত জানাই।"

“আপনি বিভিন্ন উৎসব প্রবর্তন করেছেন, যেমন রথে আরোহন করে মহাসমারোহে গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা। আপনি শুণ্ডিচাগামী রথের শোভা স্বরূপ। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনাকে বন্দনা করি।"

“আপনার চিত্ত সর্বদা দীন, হীন, মহা নীচ পতিতদের প্রতি দয়ার্দ্র। আপনি অনুক্ষণ নিত্য নূতন মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে থাকেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বল্লভ। আমি আপনাকে প্রণিপাত করি।”

Published on: Jan, 14 2023 12:23